NUTRITION *in* CITY ECOSYSTEMS

গভর্নেন্স এন্ড সিস্টেম

মাল্টি-সেক্টোরাল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়

পুষ্টিকর খাদ্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং খাদ্য ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ

Swiss TPH
Swiss Tropical and Public Health Institute

ETH zürich

sightandlife

SAF Sustainable Agriculture Foundation

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

বর্তমান বিশ্বে ৮০০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য যে খাদ্য ব্যবস্থা রয়েছে তা এই জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা মেটাতে এবং সরবরাহ করতে পারছে না। বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা কোনও না কোনও ধরণের অপুষ্টিতে ভুগছে এবং অনেক দেশই সামাজিক প্রেক্ষাপটে অতিপুষ্টি, অপুষ্টি এবং মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি এই তিন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

দিন দিন মানুষ শহরমুখী হচ্ছে যার ফলে খাদ্য ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জগুলো আরও বাড়ছে। মানুষের খাবার গ্রহণ ও পরিবেশনের ধরণেও পরিবর্তন এসেছে, যেমন অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার, যা খুব সহজেই এখন পাওয়া যাচ্ছে, এগুলোতে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে, মানুষের খাদ্য আচরণে পরিবর্তন আসছে এবং এতে করে শহরাঞ্চলের খাদ্যাভ্যাসে একটি বদঅভ্যাস তৈরি হয়েছে । এর সাথে প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় এবং পরিবেশ দূষণের ক্ষতিও দ্রুত এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের ক্ষতি বাড়িয়ে তুলছে।

নিউট্রিশন ইন সিটি ইকোসিস্টেমস (NICE) প্রকল্প বাংলাদেশ (দিনাজপুর ও রংপুর), কেনিয়া (বুঙ্গোমা ও বুসিয়া) এবং রুয়ান্ডা (রুবাভু ও রুসিজি), মোট ছয়টি আঞ্চলিক শহরে এগ্রোইকোলজির মাধ্যমে পুষ্টিকর খাবার উৎপাদনের সরবরাহ এবং চাহিদা বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের কাজ করছে। NICE প্রকল্প স্থানীয় সরকারের সাথে কৃষি, খাদ্য এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সম্পৃক্ততা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোগকে সহজ করার জন্য, বিশেষ করে নারী এবং যুব উদ্যোক্তাদের ভূমিকার উপর জোর দিয়ে আঞ্চলিক শহর পর্যায়ে কাজ করছে

অংশগ্রহণমূলকভাবে নির্দিষ্টকৃত ফুড ভ্যালু চেইনের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন এবং চাহিদা সৃষ্টির কার্যক্রমই NICE প্রকল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু:

সেকেন্ডারি শহর হল ভৌগোলিকভাবে নির্ধারিত সীমানার মধ্যে গঠিত একটি নগর ব্যবস্থা, যা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনের সমন্বয়ে সরকার, পরিবহন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সাধারণত, আঞ্চলিক শহরগুলোর জনসংখ্যা একটি দেশের বৃহত্তম শহরের ১০-৫০% এর মধ্যে থাকে।

সূত্র: বিশ্বব্যাংক

ফারমার্স হাবগুলোর মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের সংগঠিত করা এগ্রোইকোলজি এবং GAP প্রশিক্ষণ বৃদ্ধির পাশাপাশি, ভোক্তাদের লক্ষ্য করে জনসাধারণের পুষ্টি শিক্ষা এবং সামাজিক আচরণ পরিবর্তন প্রচারণা চালানো হয়। এর সাথে খাদ্য ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের ক্ষমতায়ন ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আরও ভাল সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। NICE-প্রকল্প এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড হচ্ছে পিয়ার-লার্নিং এবং নলেজ শেয়ারিং সেশন যা খাদ্য ব্যবস্থায় সক্রিয় ব্যক্তিদের জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে অর্থপূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতায়ন উন্নয়ন এবং অনুপ্রেরণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে কাজ করে।

এই লিফলেটটি NICE প্রকল্প অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা নিয়ে কাজ সম্পর্কে আরও তথ্য উপস্থাপন করে যার লক্ষ্য হল নারী ও যুবসমাজকে নগর শাসন কাঠামোতে জড়িত করে খাদ্য ব্যবস্থাকে উন্নত পুষ্টির দিকে ত্বরান্বিত করা ।

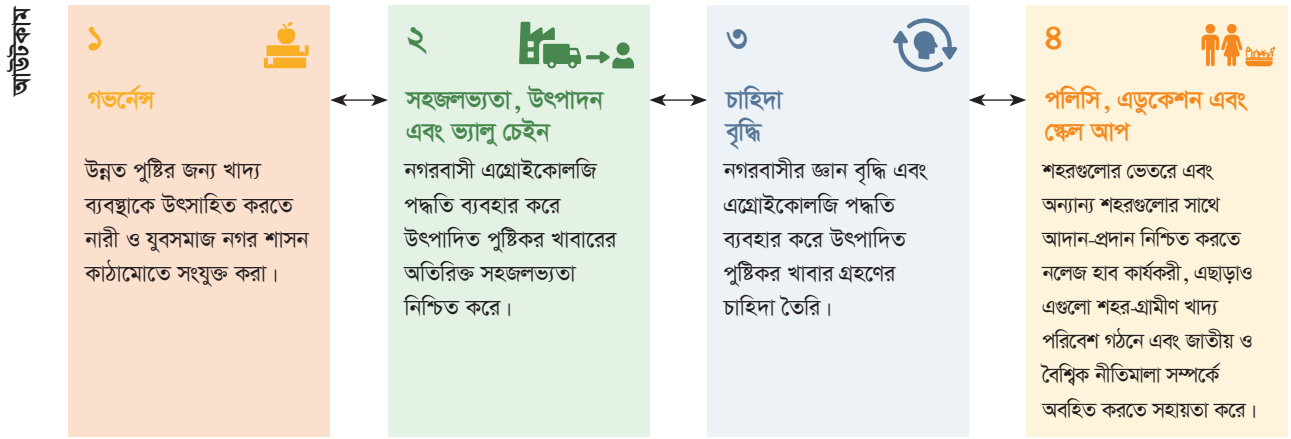

চিত্র ১: NICE প্রকল্পের চারটি প্রধান আউটকাম

নগর খাদ্য ব্যবস্থায় মাল্টি-সেক্টোরাল প্ল্যাটফর্ম কেন জরুরি

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শহরের সাথে খাদ্য ব্যবস্থার একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। খাদ্যই নির্ধারণ করে দেয় শহর কিভাবে বেড়ে উঠবে, এছাড়াও একটি শহরের খাদ্য ব্যবস্থা ঐ শহরের নকশা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমনকি রাজনৈতিক কাঠামোর উপরও প্রভাব ফেলে। এছাড়াও, খাদ্য বিভিন্ন কমিউনিটির সবাইকে একত্রিত ও সম্মিলিত করে এবং নাগরিকদের মধ্যে একটি সাধারণ পরিচয় তৈরিতে সাহায্য করে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে, শহর এবং খাদ্য উপাদানসমূহের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে যার সাথে খাদ্য এবং শহরগুলোর মধ্যে এই সম্পর্কগুলো আর গড়ে উঠছে না। একসময় মানুষ শুধু খাবারের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়ে অনেক কিছু করতো যা একটি সংস্কৃতি হিসেবে কমিউনিটিগুলোতে গড়ে উঠেছিলো, কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এখন সেই সম্প্রীতি আর দেখা যাচ্ছে না।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির নেতৃত্বে পরিচালিত বড় ধরনের উন্নয়ন সত্ত্বেও, অনেক স্থানীয় সরকার এখনও তাদের এজেন্ডায় খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাকে একসাথে করার ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। **খাদ্য ব্যবস্থা এবং পুষ্টি প্রকৃতিগতভাবে মাল্টি-সেক্টোরাল।** সাইলো এবং কাজ করার পদ্ধতিগুলো খাদ্যের সামগ্রিক প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। এই যেমন, উৎপাদনের উপর যদি নিবিড় মনোনিবেশ করা যায় তবে আশানুরূপ ইতিবাচক খাদ্য বাণিজ্য ভারসাম্য বজায় রাখার সক্ষমতা তৈরি হয়, তবে উৎপাদকদের ধারণা এবং মানসিকতা পরিবর্তন না হলে এটি হুট করে অন্যান্য স্থানে খাদ্য নিরাপত্তা হিসেবে রূপান্তরিত হবে না।

একটি পদ্ধতিগত, বহু-স্তরের এবং বহু-অংশীদারদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে একটি খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ধরণের আদান-প্রদান এবং প্রভাব তৈরি সম্ভব হয়।

একদল অন্ধ লোক জানতে পারলো যে হাতি নামে একটি অদ্ভুত প্রাণি শহরে আনা হয়েছে, কিন্তু তারা কেউই এর আকার-আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পায়নি। কৌতূহলবশতঃ তারা বলে, "আমরা স্পর্শের মাধ্যমে এটা বুঝতে পারবো"। তাই, তারা হাতিকে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলো, এবং যখন তারা হাতিকে ধরছিলো, এক এক জন হাতির এক এক অঙ্গে হাত দিয়েছিলো। প্রথম ব্যক্তি, যার হাত শুঁড়ের উপর পড়েছিল, সে বলল, "এই প্রাণীটি একটা মোটা সাপের মতো"। অন্য একজনের জন্য যার হাত তার কানে পৌঁছেছিল, তার কাছে এটা এক ধরণের পাখার মতো মনে হয়েছিল। অন্য একজন, যার হাত তার পায়ে ছিল, সে বলল, "হাতিটি গাছের কাণ্ডের মতো একটা স্তম্ভ"। অন্ধ ব্যক্তি তার পাশে হাত রেখে বলল, "একটা প্রাচীর"। অন্যজন তার লেজ স্পর্শ করে এটিকে দড়ি হিসাবে বর্ণনা করেছিল। শেষ ব্যক্তিটি তার দাঁত অনুভব করেছিল, বলেছিল যে হাতিটি এমন যা শক্ত, মসৃণ এবং বর্শার মতো।

সূত্র: গোল্ডস্টাইন ২০১০

ছবি: https://medium.com/betterism/the-blind-men-and-the-elephant-596ec8a72a7d (শিল্পী: জি. রেনি গুজলাস)

চিত্র ২: অন্ধ মানুষ এবং একটি হাতির দৃষ্টান্তের দৃশ্যায়ন যা নির্দেশ করে যে কীভাবে একই জিনিস, যেমন খাদ্য ব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপাদানের উপর নির্ভর করে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণা করে, যার ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কাজের সিদ্ধান্ত, কাজের অগ্রাধিকার এবং কর্মপন্থা তৈরি হয়।

মাল্টি-সেক্টোরাল বলতে বিভিন্ন (সরকারি) ক্ষেত্র / বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সহযোগিতা বোঝায় এবং **মাল্টি-সেক্টোরাল পদ্ধতি** হল বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মকাণ্ডের জন্য বহু-অংশীদারদের সম্পৃক্ততা।

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

গভর্নেন্স বলতে রাজনৈতিক-সামাজিক ইউনিট বা রাষ্ট্র, পৌরসভা, বেসরকারি বা সরকারি সংস্থা অথবা খাদ্য বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মতো সাময়িক নেটওয়ার্কের কাঠামো এবং সহযোগিতা প্রক্রিয়ার অর্থে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বোঝায়।

মাল্টি সেক্টরাল ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের সৌন্দর্য কী?

খাদ্য ব্যবস্থার উপর সরকারের একটি স্বাধীন প্রক্রিয়া বোঝাতে **সাধারণ ও শেয়ার করা জ্ঞান, নীতি ও আইনি কাঠামো এবং পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর** উপর জোর দেওয়া হয়। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য থেকে শুরু করে জীব বৈচিত্রের ক্ষতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব কমাতে নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী কমিউনিটি, নাগরিক সমাজ, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে **গঠনমূলক আদান-প্রদান** সহজ করে দেওয়াটা ফুড সিস্টেমের রূপান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সহযোগিতাগুলো বর্তমান ফুড সিস্টেমের সামনে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর অনেক পুরোনো শহর ঔপনিবেশিকতার সময় উচ্চ বিশ্বায়নের যুগে গড়ে উঠেছে। ফলে তাদের কাছে, স্থানীয় ফুড সিস্টেম গড়ে তোলার পরিবর্তে খাদ্য আমদানির সুযোগ ছিল, যার ফলে এই পুরোনো শহরগুলোর খাদ্যপণ্যের ক্রেতা এবং ভোক্তাদের থেকে খাবার সংরক্ষণের স্থান এবং খাদ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে একটি দূরত্ব থেকেই যায় [ব্লোয়েম এবং ডি পি ২০১৭]। শহরগুলো অনেক সময়েই কেন্দ্রীয় পরিচালক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মপরিচালনা, সরবরাহ এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় করে বিভিন্ন সময়ে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ জনপদের সাথে কৃষি পণ্য, শিল্প পণ্য এবং পরিষেবা বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠেছে। এইভাবে, আঞ্চলিক শহরগুলোর খাদ্য উৎপাদনকারী এবং খাদ্য ভোক্তা এবং তাদের সমস্ত প্রতিনিধি এবং অংশীদাররা একত্রিত হয়ে তাদের স্থানীয় ফুড সিস্টেম একসাথে এগিয়ে নেবার সম্ভাবনা তৈরি করে যেখানে মানুষ, পণ্য এবং ফুড সিস্টেম সংক্রান্ত ধারাবাহিকতা গ্রামীন-শহর পরিবেশে একইসাথে পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উপাদানগুলোকে একসাথে অন্তর্ভুক্ত করে।

ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম হল এমন কাঠামো যা খাদ্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন এলাকার অংশীদারদের একত্রিত করে ফুড সিস্টেম কীভাবে কাজ করছে তা পরীক্ষা করে এটিকে উন্নত করার উপায় প্রস্তাব করে। একটি ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম একটি শহর, এলাকা বা স্থানীয় সরকারের জন্য জনসাধারণকে শিক্ষিত করার, অলাভজনক প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করার এবং ফুড সিস্টেমের উপর সরকারী, বাণিজ্যিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন এবং নীতিগুলোকে প্রভাবিত করার উপর নজর দেবার লক্ষ্যে একটি সরকারী উপদেষ্টা সংস্থা অথবা একটি তৃণমূল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।

সূত্র: হেসম ২০১৫

বিভিন্ন ধরণের স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে , পৌর কর্তৃপক্ষ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও কর্মসূচি তৈরি করতে পারে বেশি যা পৌরসভা এবং এর নির্বাচনী এলাকা উভয়ের চাহিদা পুরনে সফল হবে। **এভাবেই ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মগুলো সব জায়গায় তৈরি হয়েছে।** একটি ফুড সিস্টেমের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে সামগ্রিকভাবে মোকাবেলা করতে এবং বোঝাতে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও কর্তৃপক্ষের এজেন্ডা এবং কার্যক্রম আরও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় যাতে করে প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডাররা বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সারদের অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক ধারণাকে বুঝতে পারে। জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি সংস্থা সম্প্রতি এই জাতীয় ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মগুলোর সাফল্যের জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরিতে সহযোগিতা করেছে: › https://is.gd/aFQbse . সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকার স্পষ্টভাবে সংজ্ঞার মধ্যে নিয়ে আসা এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সম্পদ, দায়িত্ব, ঝুঁকি এবং সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত ক্ষমতাই ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মগুলোর সাফল্যের মূল সক্রিয়কারী কারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে [UNEP, FAO et al. 2023]|

ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের জন্য স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও শেখার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দায়িত্ব নির্ধারণ করা জরুরি। স্থানীয় সরকারে ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বা কমপক্ষে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি স্টেকহোল্ডারদের কর্মকাণ্ড এবং অর্থায়নের জবাবদিহিতার আহ্বান জানিয়ে এর স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদী ফান্ডিং আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত	উদ্যোগগুলো সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থায়ন করা হয় এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের গ্রুপগুলোর পরামর্শ নিয়ে নগর কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এগুলো বিদ্যমান নগর পর্যায়ের সরকারী ইউনিটগুলোর মধ্যে অবস্থিত।
সরাসরি সরকারি সংযোগ সহ হাইব্রিড গভর্নেন্স	সংগঠন এবং সরকারের একটি সমন্বয়ে গঠিত নাগরিক সমাজ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ করে, এবং নগর অর্থায়ন, রাজনৈতিক চ্যাম্পিয়ন এবং সহায়ক কর্মী সরবরাহ করে। আনুষ্ঠানিক সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন, কাঠামোগত সংযোগ এবং সরকারি সংস্থার প্রতি জবাবদিহিতার মাধ্যমে চিহ্নিত হয়।
হাইব্রিড গভর্নেন্স সহ পরোক্ষ সরকারি সংযোগ	সংগঠন এবং সরকারের সমন্বয়ে নাগরিক সমাজ সরকারী কর্মী এবং ব্যবস্থাসমূহের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে কম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ এবং স্বল্প অর্থায়ন সুযোগ পায়। সরাসরি, বিভাগ এবং সরকারি কর্মীদের মাধ্যমে কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগের সুযোগও কম।
সেকেন্ডারি এজেন্টের মাধ্যমে সরকারের সাথে সংযোগ	কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও সেকেন্ডারি এজেন্টের সরকারের সাথে সংযোগ আছে। তারা সরকারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারে (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত খাদ্য সনদ) অথবা কিছু সরকারি অনুদান পায়।
নাগরিক সমাজ সংগঠনের সাথে সীমিত এবং অনানুষ্ঠানিক সরকারি সংযোগ	একটি নাগরিক সমাজ সংস্থা বা প্রকল্প, যেখানে সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংস্থাটি কিছু সরকারি অনুদান পায়।
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যার কোনো সরকারি সংযোগ বা সম্পৃক্ততা নেই	সরকারের সাথে কোনও আনুষ্ঠানিক সংযোগ নেই এবং সরকারের সাথে অংশীদারিত্ব বা তহবিল গ্রহণের চেষ্টা করে না। উদ্যোগগুলো স্পষ্ট কাঠামো দ্বারা পরিচালিত এবং ফুড সিস্টেমের পরিবর্তনে সরকারকে জড়িত করার ক্ষমতা রাখে ।

চিত্র ৪: মাল্টি-সেক্টোরাল প্ল্যাটফর্মের জন্য বিভিন্ন শাসনের ধরণ

সূত্র: ম্যাক্রে এবং ডোনাহু ২০১৩, পৃ. ৮

বিল্ডিং ব্লক ১	বিভিন্ন অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ
বিল্ডিং ব্লক ২	ফুড সিস্টেমের সম্পর্কে ভালো ধারণা
বিল্ডিং ব্লক ৩	অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর সহযোগিতা
বিল্ডিং ব্লক ৪	একটি দিকনির্দেশনা এবং একটি কর্মপরিকল্পনা
বিল্ডিং ব্লক ৫	প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা জরুরি।

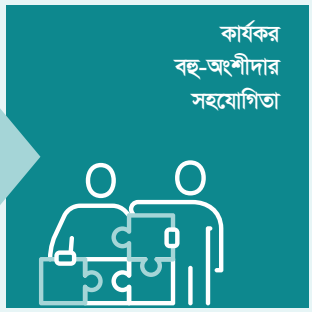

চিত্র ৫: খাদ্য ব্যবস্থা প্ল্যাটফর্মে সফল এবং কার্যকর বহু-অংশীদার সহযোগিতার জন্য ৫টি মূল উপাদানের গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা UNEP, FAO, এবং UNDP-এর "আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা: বহু-অংশীদার সহযোগিতার জন্য একটি নির্দেশিকা" অনুসারে উগান্ডায় পূর্বে পরীক্ষিত

মাল্টি-সেক্টোরাল ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মে সম্পৃক্ততার জন্য সক্রিয়তার কারণগুলো

- এক লক্ষ্যে কাজ করা
- মাল্টি-সেক্টোরাল হওয়া / অন্তর্ভুক্তিমূলক
- সেক্রেটারিয়াল (সাচিবিক) কাজের জন্য স্থায়ী কর্মী
- নলেজ শেয়ারিং এবং জ্ঞানার্জনের মূল্য
- অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞান
- একসাথে ইন্টারভেনশন তৈরি করা
- সুস্পষ্ট সরবরাহ ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি
- বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা
- নেটওয়ার্কিং সুযোগ

মাল্টি-সেক্টোরাল ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মে সম্পৃক্ততার জন্য নিষ্ক্রিয়তার কারণগুলো

- FSP, দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য সম্পর্কে পর্যাপ্ত স্পষ্টতা বা বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে
- ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব
- উচ্চপর্যায় এবং জাতীয় পর্যায়ে সীমিত প্রতিনিধিত্ব (প্রত্যেক প্রতিনিধিদলের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কিছু সদস্যের উপস্থিতি)
- ক্ষমতার অসম ভারসাম্য এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থ
- দুর্বল যোগাযোগের মাধ্যম
- অপর্যাপ্ত প্ল্যাটফর্ম
- ফুড সিস্টেমের কোন মাল্টি-সেক্টোরাল মনিটরিং অ্যান্ড মূল্যায়ন নেই

NICE কীভাবে মাল্টি-সেক্টোরাল ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম গঠনে সহায়তা করেছিল?

এগ্রোইকোলজিক্যাল অনুশীলন ব্যবহার করে উৎপাদিত পুষ্টিকর খাদ্যের বাড়তি সরবরাহের সাথে বাড়তি চাহিদার সংযোগ স্থাপনের জন্য মাল্টি-সেক্টোরাল সহযোগিতা এবং সহায়তা প্রয়োজন। তৃণমূল বা কমিউনিটির স্বার্থ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং প্রশাসনের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য বা সামঞ্জস্যতা নিয়ে আলোচনা করলে সমগ্র ব্যবস্থা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট, শক্তিশালী সমন্বয় তৈরি হতে পারে। তাই ফুড সিস্টেমের সকল অংশীদারদের নিয়মিতভাবে খাদ্য ব্যবস্থার বিষয়গুলোর জন্য একটি যৌথ ফোরামে মিলিত হওয়া উচিত।

NICE এর অন্যান্য লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পটি ফুড সিস্টেমের বিষয়গুলোর জন্য যৌথ ফোরাম, **ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের (FSPs) সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ফুড সিস্টেমের পরিচালনাকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে।** FSP গুলোর লক্ষ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে একত্রিত করে **সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করা, ন্যায্যতার ক্ষেত্রে একটি কমিউনিটির ফোকাল পারসন হিসেবে কাজ করা** এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে **ফুড সিস্টেম-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সরকারকে সহায়তা করা।** এসবকিছুই জ্ঞান, সামাজিক মূল্যবোধ এবং খাদ্যাভ্যাস, ন্যায্যতা, সংযোগ এবং অংশগ্রহণের সহযোগিতামূলক উদ্ভাবন এগ্রোইকোলজির নীতিগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

যখন সক্ষমতার মাত্রা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় এবং সকল স্টেকহোল্ডারদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, তখন একটি ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য ও অর্জন সহজে বোঝা যায়। NICE-এর সহায়তায় পরিচালিত ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য সংগঠনগত সহায়তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সদস্যপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে কৃষক সমবায়, নারী বা যুব সংগঠনের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোও সমানভাবে সুযোগ ও সুবিধা পায়, যা প্রকৃত অর্থে অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এগ্রোইকোলজির অনুশীলন কৃষিক্ষেত্রে এগ্রোইকোলজির ধারণা (টেকসই কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার নকশা ও ব্যবস্থাপনায় ইকোলজিক্যাল ও সামাজিক ধারণা এবং নীতিমালার ব্যবহার) প্রয়োগ করে। NICE বিশেষভাবে টেকসই ফুড সিস্টেমের গঠনকারী ১০টি প্রধান এগ্রোইকোলজিক্যাল উপাদানের মধ্যে পাঁচটিকে কেন্দ্র করে কাজ করছে: দক্ষতা, পুনর্ব্যবহার, বৈচিত্র্য, অভিযোজনক্ষমতা এবং সংস্কৃতি ও খাদ্য ঐতিহ্য।

উৎস: এফএও

২০২১ সালের আগস্টে NICE প্রকল্পের সূচনা হয়। সে সময় শহরের কিছু এলাকায় পুষ্টি, কৃষি বা সংশ্লিষ্ট খাতগুলিকে জড়িয়ে কিছু খাতভিত্তিক উদ্যোগ ও সমন্বয় প্রক্রিয়া থাকলেও, সেগুলোর বেশিরভাগই কার্যকর ছিল না। এছাড়া, এসব উদ্যোগ শুধু পুষ্টি বা কৃষি নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল, সম্পূর্ণ ফুড সিস্টেমকে একত্রে বিবেচনা করার মতো পর্যাপ্ত অবস্থা ছিলো না।

মাল্টি সেক্টরালের অভাবের কারণে কেনিয়া এবং রুয়ান্ডায় নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যেখানে বাংলাদেশে বিদ্যমান কাঠামোগুলোকে আরও বিভিন্ন ধরণের অংশীদারদের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

NICE-সমর্থিত ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি:

- ফুড সিস্টেমের সার্বিক উন্নয়নে সকল অংশীদারদের সমন্বিত করে একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।
- শেখা, জ্ঞান বিনিময় এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের জন্য একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করা
- ফুড সিস্টেমে বৃহত্তর ন্যায্যতার জন্য স্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করা
- ফুড সিস্টেমের অংশীদারদের মধ্যে শক্তির গতিশীলতা ও সুষম প্রভাবের প্রতি গুরুত্বারোপ
- সরকারি কর্মসূচি থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করা

NICE-সমর্থিত ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মগুলোর বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো:

- সামগ্রিক পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ ও খাদ্য ব্যবস্থা ধারণা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান
- সীমিত আর্থিক সম্পদ
- সীমিত সংখ্যক প্ল্যাটফর্ম
- সামগ্রিক সিস্টেম লেন্স এবং ফুড সিস্টেম ধারণা সম্পর্কে
- FSP এর বর্তমান কমিটি বা কর্মসূচিতে নারী, তরুণ ও নাগরিক সমাজের উপস্থিতি স্বল্প।

ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্মগুলো সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে সহায়তা ও সুবিধাভোগী নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরগুলোর আন্তরিক সহযোগিতায় NICE একটি "কমিউনিটি রিসোর্সে ম্যাপিং এবং কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান " পরিচালনা করে, যা নতুন FSP কার্যক্রম শুরু করার আগে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ প্রতিনিধি ও FSP দল মিলে কিছু এলাকায় 'অপুষ্টিজনিত ক্লাস্টার ' বা সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চল চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। এসব সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের স্থানীয় ফুড সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে এবং নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ১,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আয়বর্ধন কার্যক্রম সহায়তা প্রদান করা হয়। কৃষি উৎপাদন, ফসল পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পশুপালনে সক্রিয় এসব গোষ্ঠী সহায়তা অর্থ ব্যবহার করে জমি সম্প্রসারণ, পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নত সরঞ্জামে বিনিয়োগ করতে পেরেছে। সর্বোপরি, এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল সুবিধাভোগীদের পরিবারের খাদ্যের পুষ্টিগুণ উন্নত করা।

NICE-এর আয়বর্ধন কার্যক্রম সহায়তা প্রদানের জন্য প্রধান নির্বাচনের মানদণ্ড। সমস্ত প্রস্তাবনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- প্রকল্পের পুষ্টিগুণের উপর মনোযোগ দেওয়া
- সমর্থিত ইন্টারভেনশনের স্থায়িত্ব
- প্রস্তাবের উদ্ভাবন

কমিউনিটি রিসোর্সে ম্যাপিং এবং কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান মাধ্যমে একটি শহরের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ কারা, তাদের সুবিধাবঞ্চিত কীভাবে নির্দিষ্ট পরিমাপের মধ্যে আনা যেতে পারে এবং ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম উপায়ে এই সুবিধাবঞ্চিত গ্রুপগুলোর কাছে কিভাবে পৌছানো যায় তা ম্যাপিং এবং মূল্যায়ন করা হয়। নিম্নলিখিত চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে মূলতঃ NICE কমিউনিটি রিসোর্সে ম্যাপিং এবং কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান পরিচালিত হয়:

- ফুড সিস্টেমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি কারা?
- ফুড সিস্টেমের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে কীভাবে পৌছানো যায়?
- শহরের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চির্ত মানুষগুলো কোন কোন স্থানে ('অপুষ্টিজনিত ক্লাস্টার')?
- কেন মানুষ সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত, এবং কীভাবে তাদের সাহায্য করা যায়?

বাংলাদেশে মাল্টি-সেক্টোরাল ফুড সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম

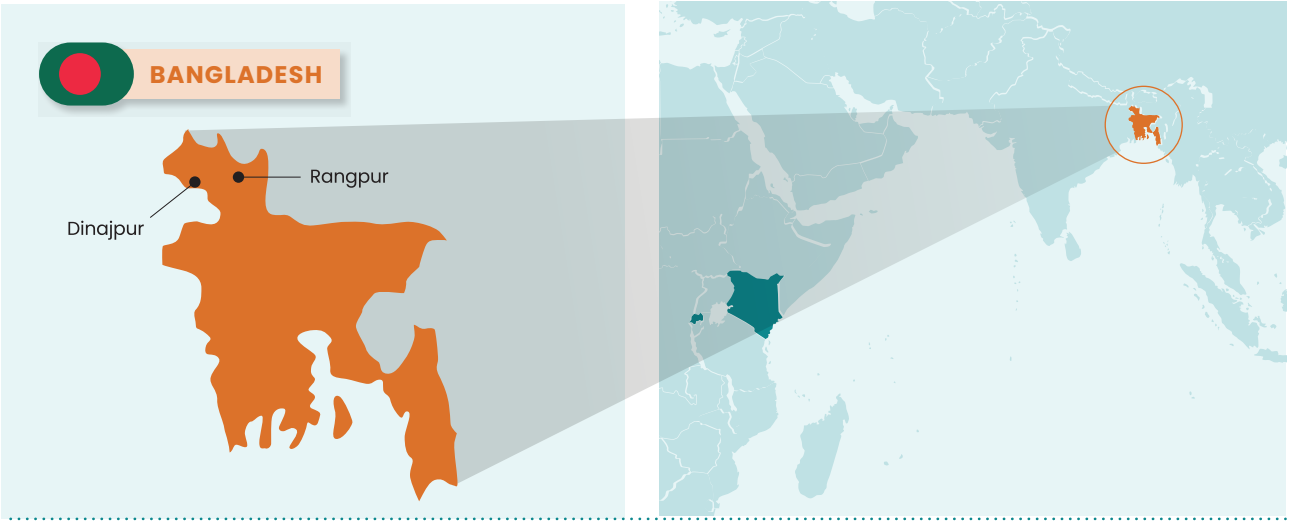

চিত্র ৮: মোঃ রহমান মোস্তফার সাথে শহর পর্যায়ের মাল্টি-সেক্টোরাল পুষ্টি সমন্বয় কমিটির সভা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে রংপুর শহরে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোস্তাফিজার , সেইসাথে ওয়ার্ড কাউন্সিলর , কমিউনিটি এবং এনজিও প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকরা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ (NPAN-2) মাল্টি-সেক্টোরাল সহযোগিতা প্রদানে উৎসাহ দেয়। বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিল (BNNC) এর নির্দেশে, জেলা ও উপজেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটি (DNCC/UNCCs) বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং সেক্টরের মধ্যে NPAN-2 বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করছে। নগর কেন্দ্রগুলোতে সরকার-নেতৃত্বাধীন কমিউনিটি-স্তরের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা প্রদান প্ল্যাটফর্মের অভাব, পাশাপাশি শহরগুলোতে এই পরিষেবা প্রদানকারী একাধিক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব উপলব্ধি করে, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাত, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) বাংলাদেশের ১৯টি বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশনে **সিটি লেভেল মাল্টি-সেক্টোরাল নিউট্রিশন কোঅর্ডিনেশন কমিটি (CLMNCCs) গঠন করা হয়েছে ।**

NICE-এর বিশ্লেষণের মাধ্যমে রংপুরে বিদ্যমান CLMNCC-এর উপর কৃষি ও শিক্ষা, নারী ও যুব সমিতি এবং বিভিন্ন নাগরিক সমাজের কাছ থেকে বিস্তৃত ফুড সিস্টেমের ধারণা একত্রিত করে রংপুরের CLMNCC-কে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে, শহরের পুষ্টি (এবং ফুড সিস্টেম) সমন্বয়ের জন্য CLMNCC-এর সম্ভাবনা দেখা যাওয়ার পর ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে দিনাজপুরে একটি নতুন **মিউনিসিপালিটি লেভেল মাল্টি-সেক্টোরাল নিউট্রিশন কোঅর্ডিনেশন কমিটি (MLMNCC) প্রতিষ্ঠিত হয়।**

রংপুর CLMNCC এবং দিনাজপুর MLMNCC উভয়ের সদস্যরা ত্রৈমাসিকভাবে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার আমন্ত্রণে বৈঠক করে। এই সভাগুলো **যৌথ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যক্রমের তথ্য জানানোর জন্য সমন্বয়মূলক সহযোগিতা হিসেবে কাজ করে।** সংশ্লিষ্ট কমিটি দ্বারা পুষ্টির জন্য যৌথ নগর কর্মপরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে, নিয়মিতভাবে তাদের সভায় প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয়। CLMNCC এবং MLMNCC এর উদাহরণ অনুসরণ করে NICE সম্প্রতি CLMNCC/MLMNCC এর অধীনে তাদের নিজস্ব ওয়ার্ড-স্তরের ফুড সিস্টেম কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে ফুড সিস্টেমের অংশীদারদের একত্রিত হতে সহায়তা দিয়েছে।

নগর পর্যায়ে পুষ্টি ও ফুড সিস্টেমের শাসনকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে এবং সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোর এজেন্ডায় পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য NICE স্থানীয় সরকারগুলোতে নগর পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থার উপর স্থায়ী কমিটি থাকার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও দিনাজপুর পৌরসভা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯-এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী যথাক্রমে ২০২৩ সালের আগস্ট ও অক্টোবর মাসে **নগর পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ক সরকারী স্থায়ী কমিটি গঠন করে।** এই স্থায়ী কমিটিগুলো নগর প্রশাসনের পক্ষে এবং পুষ্টি ও ফুড সিস্টেম-সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডারদের (সম্পর্কিত পক্ষসমূহ) সঙ্গে সমন্বয়ে নগর ফুড সিস্টেমকে শক্তিশালী ও সুসংহত করতে কাজ করে। চিত্র ১০-এ তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কার্যপরিধি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে।

চিত্র ৯: ২০২৩ সালের নভেম্বরে দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত নগর খাদ্য ব্যবস্থার নারী ও যুব দলসমূহের সমন্বিত কর্মসভা; যার মূল উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিটির সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রায়ন, এবং ওয়ার্ড-স্তরের নগর খাদ্য ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

তত্ত্বাবধানকারী সংস্থা শহুরে ফুড সিস্টেমের প্ল্যাটফর্মগুলোকে উন্নত করতে নিয়মিত সভা বা আলোচনার আয়োজন করা উচিত। এই আলোচনাগুলোর মূল উদ্দেশ্য হবে মানব পুষ্টি, খাদ্য ব্যবস্থার অভিযোজনক্ষমতা ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা। এর পাশাপাশি, অন্তর্ভুক্তি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক নগর উন্নয়ন-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে খাদ্য ও পুষ্টির মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করা।

নগর সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে নীতিগত সমর্থন ও **কার্যকরী অ্যাডভোকেসি পরিচালনা,** সহজে অনুসরণযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহে **মাল্টি-সেক্টোরাল সহযোগিতা গড়ে তোলা,** পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাদ্য বিষয়ে **জনসচেতনতা বৃদ্ধি,** প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়নের জন্য **ফুড সিস্টেমের পর্যবেক্ষণ,** খাদ্য ব্যবস্থায় **নারী ও যুবশক্তির ক্ষমতায়ন,** এবং প্রতিটি অংশীদারের অঙ্গীকার সন্নিবেশিত করে একটি ফুড সিস্টেম চার্টার প্রণয়নের মাধ্যমে **দিনাজপুর ও রংপুরকে আদর্শ পুষ্টি-কেন্দ্রিক শহরে রূপান্তর**—এই সামগ্রিক উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

চিত্র ১০: ধারা ৫০(২) এর অধীনে নগর পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত নবপ্রতিষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব দিনাজপুর ও রংপুরে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর

সূত্র:

ব্লুম, এস. এবং এস. ডি পি (২০১৭)। "শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পর্যাপ্ত পুষ্টি অর্জনের জন্য পদ্ধতিগুলো বিকাশের জন্য নগর উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।"
বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ১২: ৮০-৮৮।

ডাবেলিং , এম., জি. মের্জথাল এবং এন. সোটো (২০১০)। "পেরুর লিমায় নগর কৃষির জন্য বহু-অংশীদার নীতি প্রণয়ন এবং কর্ম পরিকল্পনা।" কৃষি জার্নাল,
খাদ্য ব্যবস্থা, এবং কমিউনিটি উন্নয়ন ১(২): 145-154|

গোল্ডস্টাইন, বিই (২০১০)। উপলব্ধির বিশ্বকোষ। থাউজেন্ড ওকস, সিএ, এসএজিই পাবলিকেশন্স, ইনকর্পোরেটেড।

হেসম, জি. (২০১৫)। "খাদ্য ও শহর: নগর স্কেল খাদ্য ব্যবস্থা শাসন।" নগর ফোরাম ২৬: ২৬৩-২৮১।

ম্যাক্রে , আর. এবং কে. ডোনাহু (২০১৩)। পৌর খাদ্য নীতি উদ্যোক্তা: খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনে কানাডিয়ান শহর এবং আঞ্চলিক জেলাগুলো কীভাবে জড়িত তার একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ। টরন্টো খাদ্য নীতি কাউন্সিল, ভ্যাঙ্কুভার খাদ্য নীতি কাউন্সিল এবং কানাডিয়ান কৃষি-খাদ্য নীতি ইনস্টিটিউট।

রুয়ান্ডা প্রজাতন্ত্র (২০১৫)। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশাবলী নং ০০৩/০৩ তারিখ ০৩/০৭/২০১৫ যৌথ কর্মকাণ্ড উন্নয়ন ফোরাম প্রতিষ্ঠা। নং ০০৩/০৩। রুয়ান্ডা।

UNEP, FAO এবং UNDP (2023)| আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা: বহু-অংশীদার সহযোগিতার জন্য একটি নির্দেশিকা। নাইরোবি, রোম এবং নিউ ইয়র্ক।

বাংলাদেশ থেকে ছবি: © সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

লেখকত্ব: সুইস ট্রপিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট

NICE প্রকল্প সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন দ্বারা সমর্থিত এবং একটি পাবলিক-প্রাইভেট কনসোর্টিয়াম দ্বারা বাস্তবায়িত হয় যার মধ্যে রয়েছে সুইস ট্রপিক্যাল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট, ETH জুরিখ এবং সাইট অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন।

আরও তথ্য NICE ওয়েবপেজে পাওয়া যাবে : *অনুসরণ*

❯ https://nice.ethz.ch/